

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

13726 - শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে রোযা রাখার উপর নষিধোজ্জ'এণ

প্রশ্ন

শাবান মাসের অর্ধেকের পর রোযা রাখা কি জায়যে? কারণ আমি শুনছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসের অর্ধেকের পর রোযা রাখতে বারণ করছেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যখন শাবান মাসের অর্ধেক গত হবে তখন তোমরা আর রোযা রাখবে না।” [সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তরিমযিহি (৭৩৮), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৫১) এবং আলবানী ‘সহহিত তরিমযিহি’ গ্রন্থে (৫৯০) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

এ হাদিসটি প্রমাণ করছে যে, শাবান মাসের অর্ধেক গত হওয়ার পর রোযা রাখা নষিদিহ। অর্থাৎ ১৬ তারিখ থেকে।

কিন্তু অন্য কিছু হাদিসে এ দিনগুলোতেও রোযা রাখা জায়যে হওয়ার কথা এসছে। যমেন:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা রমযানের একদিন বা দুইদিন আগে রোযা রাখবে না। তবে কারো যদি রোযা থাকার অভ্যাস থেকে থাকে সে ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে।” [সহহি বুখারী (১৯১৪) ও সহহি মুসলিম (১০৮২)]

এ হাদিস প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তির রোযা থাকার অভ্যাস রয়েছে সে ব্যক্তির জন্য অর্ধেক শাবানের পরেও রোযা রাখা জায়যে। যমেন যে ব্যক্তি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা থাকে। কিংবা যে ব্যক্তি নিয়মিত একদিন রোযা রাখে, একদিন রাখবে না ... এ ধরণে।

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটো শাবান মাস রোযা রাখতেন। গোটো শাবান মাসের কয়দংশ ছাড়া গোটো মাস রোযা রাখতেন। [সহহি বুখারী (১৯৭০) ও সহহি মুসলিম (১১৫৬), ভাষ্য

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মুসলমিরে]

ইমাম নববী বলেন: আয়শো (রাঃ) এর উক্তি “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটো শাবান মাস রোযা রাখতেন। গোটো শাবান মাসরে কয়িদংশ ছাড়া গোটো মাস রোযা রাখতেন”-র দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যা। গোটো মাসরে ব্যাখ্যা হচ্ছে- মাসরে অধিকাংশ সময়। [সমাপ্ত]

এ হাদিস প্রমাণ করে যে, শাবান মাসরে অর্ধকে গত হওয়ার পর রোযা রাখা বৈধ। কিন্তু যে ব্যক্তি আগে অর্ধকের সাথে পরের অর্ধকে মিলিয়ে রোযা রাখবে তার জন্ম।

শাফয়ে মাযহাবের আলমেগণ এ সবগুলো হাদিসের উপর আমল করছেন। তারা বলেন:

শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধকে রোযা রাখা শুধু তাদের জন্ম বৈধ হবে যাদের রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস আছে কিংবা তারা প্রথম অর্ধকে থেকে রোযা রেখে আসছে।

তাদের অধিকাংশ আলমের মতে, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে- হাদিসে নষিধোজ্জাট হারাম বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাদের কোন কোন আলমের মতে, -যমেন রুয়ানি- এখানে নষিধোজ্জাট মাকরুহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; হারাম অর্থে নয়।

[দখুন: আল-মাজমু (৬/৩৯৯-৪০০), ফাতহুল বারী (৪/১২৯)]

ইমাম নববী ‘রয়াদুস সালহীন’ (পৃষ্ঠা-৪১২) গ্রন্থে বলেন:

“পরচ্ছিদে: অর্ধ শাবানরে পর রমযানরে একদনি আগে রোযা পালন করার উপর নষিধোজ্জাট; তবে যে ব্যক্তি এর আগে থেকে লাগাতার রোযা রেখে আসছে কিংবা যে ব্যক্তির অভ্যাসগত রোযা এতে পড়ে যায়, যমেন যার অভ্যাস হচ্ছে- সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা পালন করা তারা ঐ দনিসমূহে রোযা পালন করতে পারবে।”[সমাপ্ত]

সংখ্যা গরিষ্ঠ আলমের মতে, অর্ধ শাবানরে পর রোযা রাখা নষিদিহ হওয়া সংক্রান্ত হাদিস দুর্বল। এর ভিত্তিতে তারা বলছেন: অর্ধ শাবানরে পর রোযা রাখা মাকরুহ নয়।

হাফযে ইবনে হাজার বলেন:

সংখ্যা গরিষ্ঠ আলমের মতে, অর্ধ শাবানরে পর নফল রোযা রাখা জায়যে। তারা এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসকে দুর্বল বলেন।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম আহমাদ ও ইবনে মাজিন বলছেন: হাদিসটি মুনকার। [ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত] আরও যারা হাদিসটিকে দুর্বল বলছেন: বাইহাকী ও তাহাবী।

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলেন: ইমাম আহমাদ এই হাদিস সম্পর্কে বলছেন: হাদিসটি সংরক্ষিত নয়; আমরা এ হাদিস সম্পর্কে আব্দুর রহমান বনি মাহদকিকে জিজ্ঞাসে করছি: তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলেননি এবং আমাদের নিকট হাদিসটি রওয়ায়তে করেননি। তিনি এ হাদিসটি এড়িয়ে যতেনে। আহমাদ বলেন: আলা একজন নরিভরযোগ্য রাবী (বর্ণনাকারী); এ হাদিসটি ছাড়া তার অন্য কোন হাদিস মুনকার নয়।" [সমাপ্ত]

আলা হচ্চেনে- আলা বনি আব্দুর রহমান। তিনি এ হাদিসটি তার পতি থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন।

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) তাহাবিসু সুনান গ্রন্থে এ হাদিসকে যারা দুর্বল বলছেন তাদের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। তার বক্তব্যের সারাংশ হল: এ হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ সহিহ হাদিস। এ হাদিসটি আলা এককভাবে বর্ণনা করলেও তাতে দোষের কিছু নেই। যহেতে আলা একজন ছকাহ (নরিভরযোগ্য) রাবী। ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে আলা-র সূত্রে তার পতি থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) কয়েকটি হাদিস সংকলন করছেন। এমন অনেকে হাদিস রয়েছে যগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নরিভরযোগ্য রাবীগণ এককভাবে বর্ণনা করছেন এবং মুসলিম উম্মাহ সবে হাদিসগুলো গ্রহণ করছে ও সগুলো উপর আমল করছে...। এরপর তিনি বলেন:

আর এ হাদিসটি শাবান মাসে রোযা রাখার প্রমাণবহনকারী হাদিসগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার প্রসঙ্গে কথা হল: এ হাদিসদ্বয়ের মাঝে কোন সংঘর্ষ নেই। কারণ এ হাদিসগুলো শাবানের প্রথম অর্ধের সাথে মিলিয়ে দ্বিতীয় অর্ধের রোযা রাখার প্রমাণ বহন করে এবং ব্যক্তির অভ্যাসগত রোযা দ্বিতীয় অর্ধে রাখার প্রমাণ বহন করে। আর আলা-র হাদিস কোন অভ্যাস ব্যতিরেকে কথিবা প্রথম অর্ধের সাথে না মিলিয়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে দ্বিতীয় অর্ধে রোযা রাখা নষিদিহ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। [সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) শাবান মাসের অর্ধাংশ গত হওয়ার পর রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলেন: এটি সহিহ হাদিস; যমেনটি প্রিয় ভাই আল্লামা নাসরিদ্দীন আলাবানী বলছেন। আর হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্চেনে- মাসের অর্ধকে শেষে হওয়ার পর নতুন করে রোযা রাখা শুরু করা। পক্ষান্তরে, যবে ব্যক্তি অধিকাংশ মাস রোযা রেখেছে কথিবা গোটো মাস রোযা রেখেছে সে ব্যক্তি সুন্নতেরই অনুসরণ করছে। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ (১৫/৩৮৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) রিয়াদুস সালহীন এর ব্যাখ্যায় (৩/৩৯৪) বলেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এমনকি হাদিসটি যদি সহি সাব্যস্ত হয় তবুও হাদিসেরে নষিধোজ্জা হারাম অর্থে নয়। বরং শুধু মাকরুহ অর্থে। কোন কোন আলমে হাদিসটির এই অর্থই গ্রহণ করছেন। তবে, কারো যদি রোযা রাখার বিশেষ অভ্যাস থাকে তাহলে সে ব্যক্তি অর্থ শাবানরে পরে হলেও রোযা রাখতে পারেন।[সমাপ্ত]

উত্তরের সারাংশ:

অর্থ শাবানরে পর রোযা রাখা হারাম হিসেবে কথিবা মাকরুহ হিসেবে নষিদিধ। তবে যে ব্যক্তির রোযা রাখার বিশেষ কোন অভ্যাস আছে কথিবা যে ব্যক্তি অর্থ শাবানরে আগে থেকে রোযা রেখে আসছে তার ক্ষেত্রে নষিদিধ হবে না। আল্লাহই সর্বজ্জা।

এই নষিধোজ্জার গূঢ় রহস্য হচ্ছে:

লাগাতার রোযা রাখার মাধ্যমে রমযানরে রোযা পালনে দুর্বল হয়ে পড়বে।

যদি কউে বলে যে, কউে যদি মাসরে শুরু থেকে রোযা রেখে আসে তাহলে তো সে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে?

জবাব হচ্ছে: যে ব্যক্তি শাবান মাসরে শুরু থেকেই রোযা রেখে আসছে তার কাছে রোযা রাখাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

এতে করে রোযা রাখার কষ্ট তার কাছে কম হয়।

আল-ক্বারী বলেন: নষিধোজ্জাটি উম্মতরে প্রতি দয়াস্বরূপ তানযহিমূলক; যাত করে তারা উদ্যমতার সাথে রমযানরে রোযা পালন করা থেকে দুর্বল হয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ শাবান মাস রোযা পালন করবে সে তো রোযা পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে বধিয় তার কষ্ট দূর হয়ে যাবে।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্জা।